R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১২ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৯১ সাল
২৫শে এপ্রিল, ১৯৮৪ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

কিশোরীকে ধর্ষণ, দুই মহিলাকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের এক গ্রাম থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে এক কিশোরীকে ধর্ষণ এবং দুই মহিলাকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টার নায়ক প্রভু দেকে ধরতে রামপুরহাট ও রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছে। প্রভু রঘুনাথগঞ্জ প্রধান ডাক-ঘরের একজন ই ডি কর্মী। তার বাবাও ওই ডাকঘরের একজন পিয়ন। ঘটনাটি ঘটেছে ১৫ এপ্রিল রাত্রে বীরভূমের তারাপীঠের এক হোটেলে। প্রভুর বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার বাড়ালা গ্রামে। রামপুরহাট পুলিশ তার খোঁজে সেখানেও গিয়েছিল। কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানায়, প্রভুর বয়স বছর বাইশ। আহত মহিলা দুটির মধ্যে ছবি দাসের বয়স বছর ষোলো। অন্যজন শোভা দাস (৫০) সম্পর্কে ছবির নিকট আত্মীয়া। তাদের বাড়ি ফতুল্লাপুর গ্রামে। ছবি এ বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। প্রভু ছবিকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারাপীঠে নিয়ে যায়। তার সঙ্গে যান শোভা। তারাপীঠে ছবির সঙ্গে প্রভুর দৈহিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। এরপর ওই রাত্রে যখন ছবি ও শোভা বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল ঠিক তখনই প্রভু ছুরি দিয়ে প্রথমে ছবির গলার কণ্ঠনালী কেটে ফেলে। ছবির চীৎকারে শোভাও জেগে ওঠে এবং চেঁচামেচি শুরু করে। প্রভু এরপর শোভার ঘাড়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারতে থাকে দা দিয়ে। চীৎকার শুনে বাইরের লোকজন ছুটে আসার আগেই প্রভু পালিয়ে যায়। রক্তাপ্লুত অবস্থায় মেয়ে দুটিকে রামপুরহাট হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাদের অবস্থা অত্যন্ত আশংকাজনক। পুলিশ তাদের (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

কনট্রোলারের 'কেলোকীর্তি'তে জঙ্গিপুরে চাঞ্চল্য

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের সাবডিভিসনাল কনট্রোলার (ফুড) গৌতম চৌধুরীর বিরুদ্ধে গত সপ্তাহে প্রকাশিত ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে মহকুমা জুড়ে রীতিমত তোলপাড় শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক মহলেও দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য। কিভাবে নিজের কুকর্মের খবর প্রকাশ পেল তার সূত্র খুঁজতেও গৌতমবাবু হন্যে হয়ে ঘুরছেন। 'যেন তেন প্রকারেণ' এই সব খবরের প্রকাশনা রুখতে কয়েকজন দালালকে পথে নামানো হয়েছে। এদিকে গৌতমের দুর্নীতি সম্পর্কে আরও বহু অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগটি হোল রেপসীড সংক্রান্ত। জঙ্গিপুর মহকুমায় রেশনে বন্টনের জন্য প্রতিমাসে প্রায় ৬ হাজার টিন করে রেপসীড তেল আমদানী হয়ে থাকে। টিন প্রতি এই রেপসীডের সরকার নির্দিষ্ট দাম ১৩৮-৭৫ টাকা। কিন্তু ৫ জন রেপসীড ডিলার তা প্রতি টিন বিক্রী করে থাকেন ১৪৩-৭৫ টাকায়। এই ভাবে প্রতি মাসে ওই ৫ ব্যবসায়ীর ঘরে বে-আইনীভাবে যে ৩০ হাজার টাকা জমা পড়ে তা থেকে মাস মাস টিন প্রতি ১ টাকা হারে প্রায় ৬ হাজার টাকা করে বখরা কোথায় যায়? দীর্ঘদিন ধরে এই প্রথা চলে আসছে কার ইন্ধনে? এ সব প্রশ্ন উঠেছে। যে সমস্ত ব্যবসায়ী ও ডিষ্ট্রিবিউটর এই বে-আইনী অর্থের কারবারে রাজী নন, রাজী নন টিন প্রতি বখরা দিতে তাঁদেরকে রেপসীডের লাইসেন্স দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এই কারণেই সাগরদীঘিতে রেপসীড ডিলারের শূন্য কোটাটি এ পর্যন্ত পূর্ণ করা হয়নি। ফরাক্কা ও জঙ্গিপুর শহরে রেপসীড ডিলার নিয়োগের বিষয় দুটিও ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। জঙ্গিপুরের প্রায় ৫০ জন রেশন ব্যবসায়ী গঙ্গা পারাপারের অসুবিধের কথা জানিয়ে বার বার জঙ্গিপুরে একজন রেপসীড ডিলার নিয়োগের আবেদন জানালেও কোন ফল হয়নি। গণ দরখাস্ত এসেছে সাগরদীঘি এবং ফরাক্কার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও। কিন্তু নীলামে চড়িয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায়ের জন্য দর কষাকষির কারণেই ওই তিন শহরে রেপসীড ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি চেপে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে সাগরদীঘির একাংশ এবং জঙ্গীপুর এলাকায় রেপসীড বন্টনের কাজ চালাচ্ছেন গৌতমের ডান হাত ও 'দালাল' নামে চিহ্নিত এক ব্যবসায়ী। গৌতমবাবুর অনুগ্রহে ওই ব্যবসায়ীটি আজ 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ'। গৌতমবাবুই বে-আইনীভাবে তাকে ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রে নানারকম সুযোগ সুবিধে করে দিয়েছেন বলে সোরগোল উঠেছে। তার রেপসীডের লাইসেন্সটিও দেওয়া হয়েছে আইন ভেঙ্গে। রঘুনাথগঞ্জ ও অরঙ্গাবাদ এলাকার জন্য যে ব্যবসায়ীটি রেপসীডের কারবার চালাতেন, ১৩ ডিসেম্বর ৫৯১০ নং আদেশে গৌতমবাবু তাঁর লাইসেন্স বাতিল করে দেন। ঠিক সময়ে লাইসেন্স নবীকরণ ফি জমা দেওয়া হয়নি—এই অজুহাতেই এই বাতিলনামা। খোঁজ নিয়ে দেখা যায় ওই ব্যবসায়ীর লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয় ৩ আগষ্ট (৮৩)। কনট্রোলার তাঁর লাইসেন্স বাতিল করেছেন ১৩ ডিসেম্বর। অথচ এই ৪ মাস কিভাবে বিনা লাইসেন্সে তাঁর ব্যবসা চলল এটাই রহস্যজনক। ওই ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বাতিল হল ১৩ ডিসেম্বর। গৌতমবাবু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর 'বাঁ হাত' বলে চিহ্নিত দুই ব্যবসায়ীর নামে ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ৫৯৪৬, ৫৯৭৬ এবং ৫৯৭৭ নং মেমোতে রেপসীডের ৩টি লাইসেন্স মঞ্জুর করে দিলেন। সরকারী নিয়মমত তদন্ত হল না, সিকিউরিটি জমা পড়ল না, গোডাউন সারটিফিকেট নেওয়া হল না অথচ রাতারাতি দুই ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স মঞ্জুরী গৌতমবাবুর (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বোখারা-১ পঞ্চায়েতে সি পি এম ক্ষমতাচ্যুত

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : কংগ্রেস ও আর এস পি'র সম্মিলিত অনাস্থা প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সাগরদীঘির বোখারা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে সি পি এম ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। অনাস্থা প্রস্তাবটি ৭-৪ ভোটের ব্যবধানে পাশ হয়েছে গত ২৬ মার্চ্চ। ১১ সদস্যের ওই পঞ্চায়েতে কংগ্রেসের ৬, আর এস পি'র ১ এবং সি পি এম-এর ৪ জন সদস্য রয়েছেন। আর এস পি ও কংগ্রেসের ২ জনকে সঙ্গে ওই পঞ্চায়েতে (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

কলেজে লোকাভাব অধ্যক্ষ অসহায়

বিশেষ সংবাদদাতা : শেষ পর্যন্ত কিছু অধ্যাপকের অনুপস্থিতির দরুণ জঙ্গিপুর কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ইনভিজিলেশন দেওয়ার জন্য বহিরাগত কিছু যুবককে নিয়োগ করা হয়। এদের মধ্যে অনেকের গ্রাজুয়েশন ডিগ্রীও ছিল না। কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে চালাতেই এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। এদিকে জঙ্গিপুর কলেজে কেরাণীর অভাবে অফিসের কাজকর্ম চালানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে কলেজে ৪ জন করণিকের পদ খালি পড়ে রয়েছে। বাধ্য হয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে পে বিল থেকে শুরু করে অফিসের অনেক কাজকর্ম চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। শুধু করণিকই নয়, সংস্কৃত, বাংলা, ইতিহাস, কমার্সের বিভিন্ন বিষয়ে বহু অধ্যাপকের পদও দীর্ঘদিন থেকে কলেজে শূন্য হয়ে রয়েছে। অন্য দিকে খবর মিলেছে সম্প্রতি 'অধ্যাপকদের ক্লাস ফাঁকি' সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি নড়ে চড়ে বসেছেন। কলেজের একাংশ, কলেজের উল্লিখিত সমস্যাগুলি নিয়েও তাই অবিলম্বে ম্যানেজিং কমিটির তৎপরতা দাবী করেছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৯১ সাল

মশকের শক্ (সখ ?)

বিগত দুই দশক কি তাহারও বেশী সময় ধরিয়া 'মাথুরের' পালা গাহিয়া প্রোষিতভর্তৃকা মশকী অথবা প্রোষিতভার্যামশক নিরানন্দে দীর্ঘকাল যাপনান্তে 'হমারী দুখের নাহিক ওর'— দিনশেষে পুনরায় আপন আপন ডেরায় আসিয়াছে। 'মশকায় ধূম:'— মশক বিতাড়নের প্রাচীন পদ্ধতির স্থলে অর্বাচীন কালে 'মশকায় নানাবিধানি রাসায়নিকদ্রব্যানি'র প্রয়োগে রক্তপিপাসু এই সন্ধিপদ প্রাণীগণ বহুদিন ধরিয়া হয়ত আত্মগোপন করিয়া 'ইম্‌মিউন্‌ড্‌' হইবার কঠিন তপশ্চর্যায় রত ছিল। সে সাধনায় তাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে বৈকি! সেই জন্যই দেখিতেছি, ইহারা পরিবার পরিকল্পনার কঠোর বিধিনিষেধে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া নন্দিনী-নন্দনকুল চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়াইয়া বিলকুল আকুল করিয়া তুলিতেছে এই রাজ্যবাসীদের। (অস্যার্থঃ পশ্চিমবঙ্গে আবার) মশকের অভিযান ও আক্রমণ তীব্রভাবে দিবা-প্রাতঃ-নিশা নির্বিচারে। কর্মীরা কর্মস্থলে বিব্রত, নাগরিকদের ভোগান্তির অন্ত নাই স্বগৃহে; পড়ুয়ারা বিপর্যস্ত পঠনকালে। মনে হয়, অক্ষৌহিণী পর্যায়ে মশকসেনা হানা দিয়াছে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে।

এখন অমুক স্থানের মশা বিখ্যাত বলিবার উপায় নাই। তাহারা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আবদ্ধ এঁদো-পচা জল বা জলাশয় না থাকিলেও তাহারা হাজির হইতেছে। হয়ত গতির যুগে কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহারা এই দুর্গতি আনিয়াছে। কিন্তু এমন রক্তের সন্ধানে বেপরোয়া ভাব কেন? তবে কি তাহারাও আমাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া ব্লাডব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে কোন বৃহত্তর স্বার্থে? কমলাকান্তের ন্যায় দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইলে সবিশেষ বুঝা যাইত।

মশক নিবারণী সমিতি-সংস্থা গড়িয়া আবার নবতর পর্যায়ে জল্পনা-কল্পনা করিতে হইবে। তাহা যতদিন না হইতেছে, ততদিন 'হবে তা সহিতে/মর্মে দহিতে/আছে সে ভাগ্যে লিখা' ছাড়া আর কি? ডি ডি টি, ফ্লীট প্রভৃতিতে তাহারা আজ সম্ভবতঃ মৃত্যুঞ্জয়। সে যাহা হউক, মশকচুম্বনে রাজ্যবাসীর যে অসহনীয় অবস্থা, তাহার নিবৃত্তি কতদিনে হইবে, কতদিনেই বা ইহাদের নররক্তে অরুচি জন্মিবে তাহা এখনই বলা যাইতেছে না।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

আরো বাস দেওয়া হ'ক

গত ২৮ মার্চ প্রকাশিত 'বাস দুর্ঘটনা ও প্রশাসনিক অসৌজন্যতা' শীর্ষক চিঠির জন্য শ্রীমুক্তা ঘোষালকে ধন্যবাদ জানাই। অল্প সংখ্যক বাসে অত্যধিক বাসযাত্রীর চাপে বাস দুর্ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আনন্দবাজার পত্রিকায় সমর মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত 'মুর্শিদাবাদে জীর্ণ রাস্তায় প্রায়ই বাস অচল...' প্রতিবেদনে বাসযাত্রীদের দুর্ভোগ আর, টি, এ, পুলিশ ও বাস মালিকদের ত্রিপাক্ষিক কার্য্যকলাপের সুন্দর সংযোজন আমার মত বহু পাঠক পড়েছেন। সাপ্তাহিক 'পরিবর্তনে'ও কিছুদিন পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলার পরিবহন ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার ৩৭ লক্ষ মানুষের জন্য ৯৮টি রুটে ২২৪টি বাসের পারমিট আছে। বাস মালিকগণ, পরিবহন কর্তৃপক্ষ ও পুলিশী বিভাগের সহযোগিতায় বেসরকারী হিসাবে কোন দিনই নাকি চালু বাসের সংখ্যা ১৫০-র বেশী নয়। মুর্শিদাবাদ জেলার আর, টি, এ কর্তৃপক্ষ সাধারণ বাসযাত্রীদের দুর্ভোগ মোচনে কেন এত নীরব? কি কারণে তাঁরা এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করছেন না। আমরা যতদূর শুনেছি—১৯৭৩ সাল থেকে অদ্যাবধি নতুন বাস রুটের এখনও ২০০ দুইশত টাকার এন, এস, সি সিকিউরিটিসহ বহু দরখাস্ত অবিবেচিত ও অবহেলিত অবস্থায় মুর্শিদাবাদ আর, টি, এ অফিসে ধামাচাপা হয়ে ফাইলে পড়ে রয়েছে। জেলার পরিবহন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য—তাঁরা কি আর নতুন বাস পারমিট দিতে অক্ষম—না পুরাতন বাস মালিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে তাঁরা এইভাবে নীরব থেকে জনসাধারণের দুর্ভোগ চরমসীমায় পৌঁছে দিয়ে ভবিষ্যতে এইরূপ ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন?

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, রঘুনাথগঞ্জ

যুব উৎসবে প্রহসন

সম্প্রতি জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত ১নং ব্লক যুব উৎসবের ৩ দিনের ঘটনাবলীর পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরার সাহসিকতায় আমি খুশী হলাম। আমি বলব শুধু ১নং এর ঐ অনুষ্ঠানই নয়, এখানে আজ ৫ বৎসর যাবৎ যত প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান দেখেছি বা শুনেছি তাতে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই বিচারক মণ্ডলীর দূরদর্শিতা এবং নিরপেক্ষতার নিদর্শন পাইনি বলেই আমার ধারণা। কিন্তু আমি বিদেশী, আমার কোন রাজনৈতিক দলে বা ক্লাবে নাম নেই, তাই সব সময় সত্যি কথা বলতে গেলে ভয় হয়। কি জানি কেউ অসন্তুষ্ট হতে পারেন আর আমার উপর আঘাত আসতে পারে। কিন্তু দেখুন, এই উৎসবগুলিতে হাজার হাজার টাকা খরচ করা হয় আর বহু ছোট ছোট আপনার এবং আমাদের ভাইবোন ছেলেমেয়েরা থাকে। তারা অনেকেই বিচারকের বিচারে হতাশ হয়ে ফিরে আসে। ভবিষ্যতে আর নাম দেবেনা বলে। কিন্তু কেন? এ বিষয়ে কোন চিন্তা কি কেউ করবেন না? যদি না করেন, তাহলে তো প্রতিযোগিতা প্রহসন হয়েই থাকবে। আমি সাধারণ মানুষ আমার অভিজ্ঞতা হয়তো নাই। কিন্তু যাঁদের আছে তাঁরা প্রতিবাদ অবশ্যই করবেন। এটার একটা সমাধান নিশ্চয়ই হওয়া দরকার।

বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুনাথগঞ্জ

॥ ভিন্ন চোখে ॥

কেন জানিনা আমার মনে হয়েছে পরীক্ষা/নির্বাচন/বন্যা এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে এই তিনটি বিষয়ের সংজ্ঞা আলাদা। এদের মধ্যে যোগসূত্র বা সমতার কারণটি বিশ্লেষণ করা যাক্। ॥ পরীক্ষা ॥ 'পরীক্ষা' বলতে এখানে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। পরীক্ষার উত্তেজনার আগুন চারটি শিবির পোহায়। ক) ছাত্র খ) নজরদার গ) অফিস কর্মচারী ঘ) পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধান ব্যক্তি। ছাত্রের উত্তেজনা পরীক্ষার পূর্ব্ব থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। আবার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পূর্ব্বে সে টেন্‌সানে ভোগে। নজরদারের উত্তেজনার চিত্রটা একটু ভিন্ন ধরনের। কয়েকটা দিন নজরদারী করলে বাড়তি কিছু টাকা আসে। সেটা সংসারের বাজেটের বাইরে। তাই এই টাকার স্বাদটা বড় মিষ্টি। যদিও পরিশ্রমের তুলনায়, ঝুঁকির তুলনায় নজরদারীর পারিশ্রমিক খুব একটা লোভনীয় নয়। এখানে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই আসে। ঝুঁকি নেওয়াটা বা না নেওয়াটা তাঁর কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর। অফিস কর্মচারীরা বেশ কয়েকদিন মাথা গুঁজে কাজ করে বাড়তি টাকায় সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য আনার চেষ্টা করেন। এই পরিশ্রমের পেছনে কাজ করে একটা মানসিক উত্তেজনা। আর পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধান ব্যক্তিটি ভোগেন স্নায়বিক উত্তেজনায়। এটুকুই তাঁর প্রধান কাজ। সিংহভাগ কাজ করে আর সকলে। তবে পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়দায়িত্ব তাঁর। পরীক্ষা তাঁকে হতাশ করে না। মা লক্ষ্মীর চাবিকাঠি তো তাঁর হাতেই। তিনিই কর্ণধার। ॥ নির্বাচন ॥ সমস্ত রাজনৈতিক দল এর শিকার। নেতা, নির্বাচন কর্মীদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা।

(পর পৃঃ দ্রঃ)

বিক্ষোভে ডাক বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : কয়েকশো জনতার বিক্ষোভের ফলে সাগরদীঘির বালিয়া উপলাই বিলের ফেরী ঘাটের নীলাম ডাক বন্ধ হয়েছে। গত মাসে সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতিতে এই নীলাম ডাক হওয়ার কথা ছিল। বিক্ষুব্ধ জনতার বক্তব্য ছিল, ওই ঘাটে জুলুম করে পয়সা আদায় করা হয়। ফলে গ্রামবাসী ও ছাত্র-ছাত্রীরা মিলিতভাবে ওই বিলের উপর এক মাটির বাঁধ নির্মাণ করেন। বর্তমানে প্রয়োজন একটি সাঁকোর। পঞ্চায়েত বা সরকারী অর্থে সে সাঁকো তৈরী না হলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা নিজেরাই সাঁকো তৈরীর দায়িত্ব নেবে। তুমুল বিক্ষোভ ও হট্টগোলের ফলে ঘাটের নীলাম ডাক ওই দিন বন্ধ থাকে। গ্রামবাসীরা জানান, ওই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার মানুষ চলাচল করে। কিন্তু সংস্কারের অভাবে রাস্তাটির অবস্থা শোচনীয়। ওই রাস্তায় বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন – ৩২

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।

একমাত্র পরিবেশক :—

এম, এল, মুন্দ্রা

পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ

(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)

হেডঅফিস : সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

ভিন্নচোখে

(২য় পৃঃ পর)

অনেক বিনিদ্র রজনী কাটে। সমস্ত গ্রাম গঞ্জে ডাবড় ভাবড় নেতাদের মাতন। বড় বড় জনসভা। উত্তেজনায় ভরা বক্তৃতা। অনেক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। শ্রোতাদের দেহে মনে বক্তৃতার গরম হলকা। নির্বাচন কর্মীদের তখন দারুণ রমরমা। তবে সাধারণ মানুষ আর 'ভোটের লাগিয়া ভিখারী সাজিল'দের বক্তব্যে সহজে মোহিত হয় না। তবুও তাঁদের মধ্যে কিছুটা মানসিক উত্তেজনা থাকে বৈকি।

॥ বন্যা ॥ দুর্মুখেরা বলেন দেশে বন্যা এলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু কর্মীর মধ্যে দেখা দেয় আনন্দময় উত্তেজনা। বন্যার্তদের সাহায্য করতে গিয়ে অনেকে বন্যায় কবলিত হয়ে পড়েন। অনেকের বাড়িতে পৌঁছে যায় বন্যার সরকারী ভর্তুকী। এছাড়া বন্যার জন্য কত ধরনের সাহায্য। তাই বন্যা অনেকের কাছে আনন্দবহ।

জানি উপরের তিনটি বিষয়ের সমতা দেখাতে গিয়ে মণি সেন অনেক সুবোধ ব্যক্তির বিরাগ ভাজন হবেন। তবে মণি সেনের 'ভিন্নচোখ' খুবই স্বচ্ছ।

মণি সেন

বিজ্ঞপ্তি

কাশিমবাজারস্থিত গুদাম হইতে কেয়ার খাদ্য সামগ্রী বহন করিয়া জেলার বিভিন্ন খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য শীলমোহর করা খামে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

খাদ্য সামগ্রী গুদাম হইতে বাহির করিয়া গাড়ীতে উঠান এবং বিতরণ কেন্দ্রে নামান ইত্যাদি সমস্ত খরচ ধরিয়া দর লিখিতে হইবে। টেণ্ডার ৩০-৪-৮৪ তারিখে বেলা ২ টার মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে।

টেণ্ডার বিষয়ে সমস্ত খবরাখবর ও টেণ্ডার ফরম কাজের দিন নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

অরুণ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি
তদর্থক কমিটি
জেলা বিদ্যালয় পর্ষদ
মুর্শিদাবাদ

Memo No. 30(6) SB Date 16-4-84

Government of West Bengal,
Office of the Chief Medical Officer of Health,
Murshidabad..

NOTICE INVITING SEALED QUOTATION

Sealed quotationers are invited by the undersigned from the reliable firms and persons willing to purchase the empty bottles/Wooden Boxes/Lilens/Metal Containers/Condemed Steel goods/Waste Hypo Solution and used X-Ray Plates etc. as noted below lying in different Hospital and Health Centres i. e. Sadar Hospital Berhampore, General Hospital, Berhampore, Mental Hospital, Rural Hospital, Islampore/Krishnapore/Beldanga, Sub-divisional Hospitals Kandi/Lalbagh/Jangipore and all Primary Health Centre and Subsidiary Health Centres of this district or as and when available in the stock under the disposal of the respective Superintending for the year 1984-85.

Name of items to be sold.

1. Empty Saline Bottles. 2. Empty Blood Bottles.
3 Empty Wooden Boxes. 4. Empty assorted Bottles.
5. Broken Bottles 6. Empty Metal Containters.
7. Condemed Lilens. 8 Condemed Steel goods.
9. Used X-Ray Plates. 10. Waste Hypo Solution.

Terms and Conditions.

1. Rates are to be quoted in plain paper-shuit item wise both in figures and wards
For item No. 1, 2 and 3– Per Pice.
For item No 4 to 9 – Per K G.
For item No. 10 —Per Liter.

2. The quotation must be accompained with a Treasury receipted original Challan showing the deposite for Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) or N.S.C. with faice value of Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) as earnest money and valid sale tax, Income Tax, professional Tax Clearance Certificate and valid Trade Licence, failing which the quotationers are liable to be rejected.

3. The date of submission of the quotation is on 4-5-84 upto 2 P.M. in C. M. O. H. Office, Murshidabad and will be opened on the same day at 3 30 P.M.

Chief Medical Officer of Health, Murshidabad.

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

দুই মহিলাকে কুপিয়ে খুন

(১ম পৃঃ পর)

উভয়ের কাছ থেকে মৃত্যুকালীন যে জবানবন্দী নিয়েছে তা থেকেই সব ঘটনা জানতে পারে। প্রভু ছবির কাছ থেকে পালাবার সময় এক গোছা সোনার হার এবং কয়েকশো টাকাও নিয়ে গেছে। এই ঘটনা নিয়ে তারাপীঠ ও রঘুনাথগঞ্জে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রামপুরহাট থানার ওসি ভবানী রায় একদল পুলিশ নিয়ে গত সপ্তাহে প্রভুর খোঁজে রঘুনাথগঞ্জে আসেন। তাদের সঙ্গে রামপুরহাটের এস ডি পি ও'ও ছিলেন। জানা গেছে, প্রভু রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরে এখনও তার কাজে যোগ দেয়নি। পুলিশ প্রভু সম্পর্কে আরও কিছু কুকীর্তির অভিযোগ পেয়েছে। কিছুদিন আগে বাড়ালা ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টারের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনাতেও সে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। এই খবর লেখার শেষ মুহূর্তে বুধবার একটি বিশেষ সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, এই ঘটনায় গুরুতর আহত ছবি দাস শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। অবশ্য রঘুনাথগঞ্জ থানা থেকে তার এই মৃত্যুর সংবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন বলে জানানো হয়েছে।

কন্ট্রোলারের কেলোকীর্তি

(১ম পৃঃ পর)

কোন্ স্বার্থ বহন করে জঙ্গিপুরের মানুষ তা জানতে চান। রাতের অন্ধকারে কোনো কোনো অসাধু ব্যবসায়ীর ঘরের অন্দরমহলে যাতায়াত কোন্ সততার নিদর্শন প্রকাশ করে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন এটাই। সরকারী পর্যায়ে পরিষ্কার বলা রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে গম বা গম জাতীয় দ্রব্যের কোনো হোলসেল লাইসেন্স মঞ্জুর করা যায় না।

এ সম্পর্কে জেলা পরিষদের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়রের দূরত্ব সংক্রান্ত সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক। অথচ গৌতমবাবু মির্জাপুরের দু'জন ব্যবসায়ীকে এই 'আবশ্যিক সারটিফিকেট' ছাড়াই গমের হোলসেল লাইসেন্স মঞ্জুর করেছেন কোন্ স্বার্থে—এ প্রশ্ন উঠেছে। এই বে-আইনী কাণ্ডটি ঘটেছে কিসের বিনিময়ে সাধারণ মানুষ তার তদন্ত চান। জানতে চান, আহিরণের এক এম আর ডিলারের দোকান থেকে বে-আইনীভাবে রক্ষিত ৭০ টিন রেপসীড ও আটা উদ্ধারের ঘটনাটি ধামাচাপা পড়ার রহস্য কোথায়? ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোনোরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে গৌতমবাবুর 'সম্পূর্ণ নীরবতা' কোন্ স্বার্থের ধারক ও বাহক? অভিযোগ আরো আছে। কিন্তু এই সাপ্তাহিকের ক্ষুদ্র পরিসরে সব কিছু তুলে ধরতে গেলে একটি ছোটখাট মহাভারতের রূপ নেবে। তাই সব কিছুই প্রকাশ পাবে ক্রমান্বয়ে। উন্মোচিত হবে গৌতম চৌধুরীর বহুবিধ 'কেলোকীর্তির ইতিহাস', দালালদের ভ বায় যার পরিচিতি 'সততার পরাকাষ্ঠা' হিসেবে।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, গৌতম চৌধুরীর সততা প্রমাণের জন্য তাঁর কৃপাধন্য কিছু অফিস কর্মী এম আর ডিলারদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছেন।

সি পি এম ক্ষমতাচ্যুত

(১ম পৃঃ পর)

গত বছর প্রথম ক্ষমতায় আসেন সি পি এমের সেরাজুল হক। বর্তমানে প্রধান ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় আর এস পি'র উপ-প্রধান প্রিয়রঞ্জন ব্যানার্জী জরুরী কাজকর্ম চালাচ্ছেন। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুর গ্রাম-পঞ্চায়েত ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। বর্তমানে কংগ্রেসের সমর্থনে টসে জিতে মহঃ হাবিবুল্লা ক্ষমতায় রয়েছেন। ১৪ সদস্যের মধ্যে কংগ্রেস এবং সি পি এম উভয় গোষ্ঠীরই সমর্থক ছিল ৭ জন। হালফিলে কংগ্রেসের ২ সদস্য সি পি এম কে সমর্থন করায় কংগ্রেসের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটতে চলেছে। বলে জানা গেছে।

Abridged Tender Notice No. 1 of '84-85 under Ganga Anti Erosion Divn.

Raghunathganj, Dt. Murshidabad.

Sealed tenders are invited in WBF. No 2911 from enlisted Class IV Contractors of any Division under C. I. Circle and bonafide outside contractors for works detailed below by the Executive Engr., Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Msd. The name of works, estimated cost & earnest money are :–

1. Remodelling and improvement of the spur No. D 1 in Brahmangram Hazarpur reach. Rs. 18,535/-, Rs. 463/-

2) Remodelling and improvement of the spur Nos. E 2 & E 3 in Brahmangarm Hazarpur reach : Rs. 11,610/-, Rs. 290/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from the above office upto 4-00 P.M. in any working day.

Last date of application for purchasing tender form is 2-5-84 upto 1 00 P.M.

Last date for receipt of tender is 4-5-84 upto 3-00 P.M.

Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division

No. 452 (26) Dt. 13-4-84

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড

মির্জাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অজুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।